International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

বৈদিক ও অবৈদিক চিন্তনে নারীর অবস্থান: একটি যৌক্তিক বিশ্লেষণ অভিজিৎ বারিক (প্রাক্তন ছাত্র, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

Avijit Barik

Student, Philosophy, BURDWAN University

Abstract:
A woman is entitled to the highest respect as a mother. However, with the power she possesses, she also becomes entitled to divinity. In contemporary times, the East and the West are playing an active role in the status of women. A doctrine called feminism has also been created regarding the rights and justice of women, which speaks of the equality of women and men, because women have been considered a neglected and oppressed class throughout the ages. But the question arises, was the status of women not discussed in the scriptures before the emergence of the doctrine called feminism? Because the issue of 'position of women' is not only a social or political issue, but beyond social and political issues, it is also considered a spiritual issue. And the thinking of the people of India is the best on the subject of spirituality. Because the influence of the Vedas and Upanishads is at the root of the thinking of the people of India. The interpretations of the great Indian sages, which are based on the Vedas and Upanishads and have been expressed in language, have given rise to what we consider Indian philosophy. So, the question is, what is the position of women in Indian philosophy? I will explore the answer to this question in this article. Although the Vedas' influence is at the root of Indian philosophy, there are some Indian communities that do not accept their authority and are identified as atheists. In my article, I will mention the position of women in the primary Vedic meditation concept, but secondarily the position of women will be discussed in the light of non-Vedic concepts.

Keywords: - Women, Equality, Soul, Liberation, Vedic, Non-Vedic, Hinduism, Buddhism, Jainism.

নারীর স্বাধীনতার প্রশ্নটি আধুনিক দর্শন, সমাজচিন্তা ও রাজনৈতিক তত্ত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত বিষয় হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, অধিকার, আত্মনির্ধারণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের আলোচনায় নারীর স্বাধীনতা একটি কেন্দ্রীয় অবস্থান দখল করে আছে। তবে লক্ষণীয় যে, এই স্বাধীনতার ধারণার পাশাপাশি নারীর মুক্তি বা মোক্ষের প্রশ্নটি ততটা সুস্পষ্ট ও গভীরভাবে আলোচিত হয়নি, যদিও ভারতীয় দর্শন বিশেষত বৈদিক ও অবৈদিক চিন্তাধারায় 'মোক্ষ' ধারণাটি সর্বোচ্চ মানবিক সাধনার লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই একটি মৌলিক দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়—স্বাধীনতা ও মুক্তি (বা মোক্ষ) কি একই বিষয়, না কি এদের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য বিদ্যমান?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, স্বাধীনতা ও মুক্তি শব্দদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক ক্ষেত্র ও অভিজ্ঞতার স্তরে প্রয়োগ হয়। 'স্বাধীনতা' প্রধানত একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারণা। এটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর আরোপিত বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ, বাধা বা কর্তৃত্ব থেকে অব্যাহতির কথা বলে। স্বাধীনতা বলতে সাধারণভাবে বোঝানো হয় 'স্ব-এর অধীনতা'—অর্থাৎ ব্যক্তি নিজ সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণ করতে সক্ষম, নিজের ইচ্ছা, সুখ-দুঃখ, কামনা-বাসনা ও জীবনপথ নির্ধারণের অধিকার তার রয়েছে। এই অর্থে স্বাধীনতা ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও ভোগের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে, কিন্তু তা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক চেতনাকেই মূলত দৃঢ় করে তোলে।

অপরদিকে মুক্তি বা মোক্ষ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দার্শনিক পরিসরে অবস্থান করে। এটি কেবল সামাজিক বা রাজনৈতিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তির কথা বলে না, বরং সমস্ত প্রকার অধীনতা—দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, অহংকার, কামনা-বাসনা এবং এমনকি 'আমি' বা 'স্ব' ধারণা থেকেও মুক্তির কথা ঘোষণা করে। মোক্ষ বা মুক্তি আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তর, যেখানে ব্যক্তি নিজের সত্তাকেও অতিক্রম করে এক সর্বজনীন বা পরম সত্যের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করে। এখানে ভোগ নয়, ত্যাগই মুখ্য; অধিকার নয়, আসক্তির অবসানই মুখ্য।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার সুখ-দুঃখ ও কামনা-বাসনাকে স্বীকৃতি দিয়ে সেগুলির স্বাধীন ভোগের অধিকার দাবি করে, কিন্তু মুক্তির ক্ষেত্রে এই সমস্ত বিষয়কেই বন্ধনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং সেগুলির অতিক্রমই সাধনার লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সুতরাং স্বাধীনতা যেখানে ব্যক্তিসত্তার প্রতিষ্ঠা, সেখানে মুক্তি হলো ব্যক্তিসত্তার বিলয়। এই কারণেই স্বাধীনতা ও মুক্তি বা মোক্ষ এক নয়; বরং তারা মানব অভিজ্ঞতার দুটি ভিন্ন স্তরকে নির্দেশ করে।

এই প্রেক্ষাপটে বৈদিক ও অবৈদিক দর্শনে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নারীর স্বাধীনতা ও নারীর মুক্তি—এই দুই ধারণা কীভাবে আলাদা আলাদা ভাবে নির্মিত হয়েছে এবং কোথায় তারা পরস্পরের সঙ্গে সংলাপ বা বিরোধে প্রবেশ করেছে। সমাজ-সংগঠনের স্তরে নারী কতখানি স্বাধীন, এবং আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে নারী মোক্ষের যোগ্য কি না—এই দুই প্রশ্ন ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে ভিন্ন ভিন্ন উত্তর লাভ করেছে। সেই ঐতিহ্যগত অবস্থানগুলির বিশ্লেষণই বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

এখন আমরা মূল আলোচনার দিকে ফিরে আসি মুক্তি বিষয়টি আধ্যাত্মিক দিককে নির্দেশ করে এবং ভারতীয় দর্শন আধ্যাত্মবাদী হলেও সর্বক্ষেত্রে নারীর আধ্যাত্মিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, হোকনা সেটা বৈদিক কিংবা অবৈধিক চিন্তা ধারা। বৈদিক সাহিত্যের ভেতরেও নারী মুক্তির বিষয়টি একটা বিতর্কের জন্ম দেয় তেমনি অবৈধিক চিন্তা ধারায় বিষয়টি বিতর্কে সৃষ্টি করে। যেমন- ভগবত গীতাতে উল্লেখ আছে- "এমনকি জন্ম পাপী এবং নারীগণও বৈশ এবং শুদ্রগণও ঈশ্বরের প্রতি মুক্তি লাভ করতে পারে; আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের তো কথাই নাই"[i]। এই স্থানে নারীমুক্তি স্বীকৃত হলেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের তুলনায় কম গুরুত্ব পেয়েছে। নারীদের জন্মগত এই হীনতার ভাবটি নারদস্মৃতি গ্রন্থের জৈনক ভাষ্যকার বলেন- "যেহেতু নারীগণ শাস্ত্রপাঠে অধিকারী, সেইজন্য তারা চিরকালই অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়েই থাকবে, কারণ বেদ অধ্যায়ধন না করায় তারা জানে না কি কর্তব্য আর কি অকর্তব্য।"(অসহায়,নারদস্মৃতি প্রসঙ্গে, ১০.৩০)। মনু বলেন নারী কখনো স্বাধীন ভাবে থাকার যোগ্য নয়, মনু স্মৃতির ১৮ নম্বর শ্লোকে বলা হয়- "যে সকল নারী শক্তিহীনা এবং বেদশাস্ত্র জ্ঞানে বঞ্চিতা এবং বেদশাস্ত্র অনুসারে যাদের কোন সংস্কার হয় না তারা মিথ্যারই ন্যায় অপবিত্র।" অর্থাৎ নারীকে মুক্তি পেতে হলে বেদ শাস্ত্র জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং বেদ স্বাস্থ্য অনুসারে সংস্কার ঘটাতে

হবে কিন্তু বৃহদারণক উপনিষদের (৫.১৭) একটি অংশ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার শংকরাচার্য বলেন নারীর বেদ অধ্যায়নে কোন অধিকার নেই। এছাড়াও নারত স্মৃতির অনেক ভাষ্যে বলা হয়- নারী যেহেতু স্বাস্থ্য পাঠে অনাধিকারী সেজন্য তারা চিরকালই অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়েই থাকবে কারণ বেদ অধ্যায়ন না করায় তারা জানে না কি কর্তব্য আর কি অকর্তব্য। এছাড়াও বৈদিক সাহিত্যে কোন কোন স্থলে বলা হয় নারীদের চিত্ত চঞ্চল। এই সমস্ত বিষয় দেখে আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে নারীদের সামাজিক অবস্থান কেমন ছিল? শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান কেমন ছিল? আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান কিরূপ? প্রভৃতি

প্রাচীন বৈদিক যুগে কোন নারীকে রাজ্য শাসকের বা রাজকর্মচারীর ভূমিকায় দেখা যায়নি তবে সামাজিক জীবনে নারীর আদর্শ ছিল সমাজকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া এবং যুদ্ধের সময় জয়ের জন্য সাহায্য করা। সম্প্রসারণ এর জন্য যুদ্ধে বহু সংখ্যক সৈন্যের প্রয়োজন হতো। নারীগণ প্রসন্ন মনেই বিশাল পরিবারকে লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, গৃহস্থালির সকল কাজকর্ম নির্বাহ করার পরও তারা যুদ্ধের জন্য অস্ত্রাদি নির্মাণের কাজও করতেন।[ii]

উল্লেখ পাওয়া যায় যে ব্রাহ্মণ উপনিষদ যুগে (প্রায় ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ) পুরুষদের ন্যায় নারীরাও নিত্য বেদপঠ করতেন ও বৈদিক প্রার্থনা করতেন যেমন 'শ্রী রামচন্দ্রের যুবরাজ হিসেবে অভিষেকের সময় আমরা মা কৌশলাকে দেখতে পায়, তিনি রামচন্দ্রের সৌভাগ্য উদয়ের জন্য নানা যাগযজ্ঞ এবং ক্রিয়া কান্ড অনুষ্ঠানের কাজে ব্যাপ্যতা আছেন'[iii]। সুগ্রীবের সঙ্গে স্বামীর (বালী) দ্বন্দ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হাওয়ার পূর্বে পত্নী তারাকেও আমরা এরূপ অনুষ্ঠানাদিতে রত হতে দেখি। রামায়ণে সীতাকে প্রত্যাহ সন্ধ্যাকালীন বৈদিক প্রার্থনায় ব্রত থাকার বর্ণনা আমরা দেখতে পাই। অথর্ববেদেও (১১৫.১৮) নারীর বেদ অধ্যায়নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দর্শন চর্চা ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকলে; গার্গী এবং সুলভা মৈত্রেয়ীর ন্যায় বহু নারী দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়নে নিযুক্ত হন।

'আমরা অনেকটা বিস্ময়ের সঙ্গেই লক্ষ্য করি যে, সেই সুপ্রাচীনকালেও নারীগণ শিল্পজীবনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা তীরধনুক তৈরি করতেন, বাঁশ বেতের ঝুড়ি তৈরি করতেন, কাপড় বুনতেন এবং গৃহসংসারের বাইরে কৃষি কার্যেও অংশ গ্রহণ করতেন'[iv]। আমরা কিছু কাশকৃৎস্না (কাশকৃৎস্নের মীমাংসা শাখায় দক্ষতা অর্জন করেছে এমন নারী) নারীর উল্লেখ পাই।

মুক্তি ও বন্ধন বিষয়ে বলতে গেলে বলতে হয় বন্ধন হয় আত্মার, আত্মা যখন অবিদ্যা বসত নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা বলে মনে করে তখন তার বন্ধন হয় আর সেই আত্মারই মুক্তি হয়। এখন প্রশ্ন হয় আত্মা কি পুরুষ না নারী? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (৬/২০) বলা হয়েছে-"আত্মা নারী ও নন পুরুষো নন এবং নপুংসকও নন, কর্মের ফলে আত্মা বিভিন্ন শরীর ধারণ করেন এবং সেই রূপেই তিনি পরিচিত হন।" এছাড়াও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে(৪/৩) বলা হয়েছে-"(ব্রহ্ম)তুমি নারী, তুমিই পুরুষ, তুমি বালক, বালিকাও তুমি; তুমিই বৃদ্ধ, তুমিই নানারূপে জন্ম নাও।"

প্রাথমিকভাবে আলোচনা সাপেক্ষে যে প্রশ্নগুলির উদয় হয়েছিল সেগুলির উত্তর দেওয়া গেল। আমরা বুঝতে পারলাম বৈদিক ধ্যান-ধারণায় নারীদের শিক্ষার অধিকার ছিল, নারীদের সামাজিক অধিকার ছিল এবং তাদের আধ্যাত্মিক অধিকারও ছিল। বেদ উপনিষদ ছাড়াও অন্যান্য বৈদিক দর্শনেও নারী মুক্তির বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে যেমন পূর্ব মীমাংসা দর্শনের স্মৃতিকার জৈমিনী স্বয়ং এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্মৃতিকারগণও – "স্বর্গকামো যজতে" যিনি স্বর্গ কামনা করেন, তাঁর যজ্ঞ করা উচিত, উক্ত তত্ত্বে বিশ্বাসী। এর

অর্থ হল "যঃ স্বর্গকাম স যজতে"- যিনিই স্বর্গ যেতে চান তিনিই যজ্ঞ করুক। এখানে কোনরূপ নারী পুরুষের ভেদ রেখা টানা হয়নি।

নারীর অবস্থান বিষয়ে বৈদিক শাস্ত্রের পাশাপাশি অবৈদিক শাস্ত্রের আলোচনাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অবৈদিক তথা নাস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাই উক্ত প্রবন্ধে নারীর অবস্থান বিষয়ে বৌদ্ধ জৈন দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হবে-

বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মসমূহের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম অন্যতম, এই ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ। এই ধর্মে নারী পুরুষের ভেদাভেদ অনেকাংশেই কমানোর প্রচেষ্টা করা হয়। 'মহামঙ্গল সূত্রে গৌতম মাতার সেবা ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণকে উত্তম মঙ্গল বলে আখ্যায়িত করেন'[v]। জানা যায়, রাজমহিষী মল্লিকাদেবী কন্যাসন্তান প্রসব করলে রাজা বিমর্ষ হন। আর বুদ্ধ রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "কন্যাসন্তানের জন্মহেতু কারো দুঃখ করা উচিত নয়। সুশীলা ও ধর্মপ্রাণ কন্যা হলে সে পুত্র অপেক্ষা শ্রেয় হয়'। [vi]

বৌদ্ধযুগেও নারীদের অবস্থান খুব বেশি উন্নত না হলেও গৌতম বুদ্ধ এই সত্যটির উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে যে, পুরুষের ন্যায় নারীও তার পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করে থাকে। নারীকেও নির্বাণ লাভের জন্য নিজের কর্মফলের উপরই নির্ভর করতে হয়, এমনকি তার পিতামাতা, তার শিক্ষক অথবা তার আধ্যাত্মিক গুরুও পারেনা। সামাজিক অবস্থান এর ক্ষেত্রেও গৌতম বুদ্ধ নারীদের গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বন্ধ্যা নারী ও বিধবা নারীর ধর্মে ও কর্মে অধিকার স্বীকার করেছেন। আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের ক্ষেত্রে শ্রীবুদ্ধ পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। তিনি নারী ও পুরুষ উভয়কেই মুক্তির উপদেশ দিয়েছিলেন। যখন কোন নারী সঙ্ঘে প্রবেশ করে শ্রমণেরী বা ভিক্ষুণী হয়ে যেতেন, তখন তাঁদের মধ্যে কোন শ্রেণীভেদই থাকত না। এমনকি একজন গণিকাকেও সঙ্ঘে ভিক্ষুণীরূপে গ্রহণ করা হতো এবং একবার ভিক্ষুণী হয়ে গেলে তাঁর পূর্ব জীবন ও জীবিকার জন্য কোন প্রকার অসম্মান প্রদর্শন করা হতো না। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা অম্বপালীর কথা উল্লেখ করতে পারি।শ্রীবুদ্ধ ভিক্ষা গ্রহনের জন্য সানন্দে অম্বপল্লীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অম্বপল্লীর দান আম্ব্রকানন সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন এবং বিন্দুমাত্র দ্বিধাসঙ্কোচ না করে তাকে ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকার দিয়েছিলেন। বৌদ্ধ ভাবনায় নারীদের মর্যাদা স্বীকৃত হলেও বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যা যুক্তিসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। যেমন- ১) একজন ভিক্ষুণী, একজন ভিক্ষুর বহুদিন পূর্বে সঙ্ঘে যুক্ত হলেও ভিক্ষুর মর্যদা বেশি ছিল কারণ ঐ ভিক্ষুণীকে ভিক্ষুর কাছে নতমস্তক হতেই হতো। ২) কোন অবস্থাতেই কোন ভিক্ষুণী কোন ভিক্ষুকে কখনও ভর্ৎসনা বা উপদেশ দান করতে পারবেনা কিন্তু বিপরীতে একজন ভিক্ষুক একজন ভিক্ষুণীকে ভর্ৎসনা কিংবা উপদেশ দিতে পারবে। ৩) যেখানে কোন ভিক্ষু বাস করে না, সেখানে কোন ভিক্ষুণী বর্ষাবাস করতে পারবেনা। এছাড়াও আরো কিছু সঙ্ঘের বিধি- নিষেধাজ্ঞা ছিল যা নারী মর্যদা ক্ষুণ্ন করে বলে মনে হয়। আলোচনা সাপেক্ষে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে বৌদ্ধধর্মে নারীর সামাজিক অবস্থান উন্নত না হলেও অধ্যাত্মিকতা বিষয়ে নারী পুরুষ সমান। একথা অনস্বীকার্য বুদ্ধই প্রথম নারী জাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যক্তিস্বাধীনতা আদায়ের জন্য নারী সংগঠন বা ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ভিক্ষু সংঘ প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পর ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর জন্য বুদ্ধের বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অবদান অনস্বীকার্য। নর-নারীর সম অধিকার প্রতিষ্ঠা এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। বৌদ্ধদের পালিভাষায় লিখিত গ্রন্থ থেরীগাথাতে নারীদের নির্বাণের পর অধ্যাত্মিক আনন্দলাভের বিষয়টি কাহিনীর আকারে বর্ণিত হয়েছে। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকের দীর্ঘনিকায় গ্রন্থের সিগালোকবাদ সূত্রে ষড়দিক বন্দনায় উল্লেখ আছে, মাতা, স্ত্রী, দাসী ও আত্মীয়স্বজন যাঁরা আছেন, তাদের

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। অপর দিকে খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত খুদ্দকপাঠো ও সূত্তনিপাতে গ্রন্থে বৌদ্ধদের নিত্য আবৃত্তিযোগ্য মহামঙ্গল সূত্রে উল্লেখ আছে, 'মাতা-পিতু উপট্ঠানং, পুত্তদারস্সা সঙ্গহো' অর্থাৎ, মা-বাবার সেবা করা, স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করলে জীবনে মঙ্গল হয়। এতে নারী জাতির প্রতি বুদ্ধের অগাধ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিতার বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছেন। সূত্রপিটকের দীর্ঘনিকায় গ্রন্থের মহাপরিনির্বাণ সূত্রে উল্লেখ আছে, বুদ্ধ ভিক্ষু সংঘকে বলেছিলেন, বৃদ্ধ স্ত্রীলোককে মাতার মতো, তরুণীকে ভগ্নির মতো আর বালিকাকে নিজ সন্তানের মতো জ্ঞান দান করবে। কেননা নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষ অচল। নারীরা এ বিশ্বে যত মহামানব, মুনি-ঋষি আছেন, সবার ধাত্রী। উল্লেখ্য, বুদ্ধ সুজাতা নামে এক শ্রেষ্ঠীর হাতে তৈরি পায়েস খেয়ে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। সংযুক্তনিকায় চতুর্থ খন্ডের ষড়ায়তন বর্গে মাতৃজাতির জন্য পুরুষ হতে স্বতন্ত্র কিছু দুঃখের উল্লেখ করেছেন বুদ্ধ, যা স্বতন্ত্র দুঃখ সূত্র নামে অভিহিত। সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

১) পিতা হতে স্বামীর গৃহে গমন।

২) ঋতুস্রাব।

৩) গর্ভধারণ।

৪) সন্তানপ্রসব।

৫) পুরুষের পরিচর্যা বা সেবা।

অঙ্গুত্তর নিকায়ের টীকা গ্রন্থ মনোরথ-পূরণীতে থেরী, শ্রমণেরী এবং গৃহী উপাসিকাদের একটি তালিকা আছে। এবং প্রত্যেকটি নারী সাধিকারই জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে যেমন- মহাপ্রজাপতি গৌতমী, ক্ষেমা, ভদ্দা কুন্ডলকেশা প্রভৃতি।

জৈনদর্শনেও নারীদের মর্যাদা খুবই উচ্চে। জৈন শাস্ত্রে এমন বিধানও আছে যে- 'বন্যা, অগ্নি বা দস্যুতার মতো জরুরি অবস্থার সময় সর্বপ্রথম নারীকেই রক্ষা করতে হবে'।[vii] জৈনরা যেমন তীর্থঙ্করদের বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন তেমনি তীর্থঙ্কর দের জনক-জননীকে অধিক সম্মান দিয়ে থাকেন। 'জৈনদের শ্বেতম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠানে তীর্থঙ্কর জননীগণ বিশেষ ভাবে পূজিতা হন'।[viii] নারীর সামাজিক অধিকারের পাশাপাশি শিক্ষার অধিকারও আছে এই বিষয়টি জানা যায় – ঋষভনাথের দুই কন্যা ছিল ব্রাহ্মী ও সুন্দরী। ঋষভনাথ ব্রাহ্মীকে আঠারোটি ভাষায় বর্ণপরিচয় এবং সুন্দরীকে গণিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। সর্বপ্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ শিক্ষা বিষয়ে নারী পুরুষের কোন ভেদ করেন নি কাজেই পরবর্তীতে ভেদ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কথিত আছে – প্রাচীন ভারতের অক্ষরমালা ব্রহ্মীলিপি সর্বপ্রথম লিপিজ্ঞান- প্রাপ্তা ব্রহ্মীর নাম অনুসারেই হয়েছে। জৈন শাস্ত্রে নারীদের উপদেশবাণী ও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে, ঋষভনাথের এক বীর সাহসী পুত্র ছিলেন, তাঁর নাম বাহুবলী, বাহুবলী ও চক্রবর্তী ভরতের দ্বন্দযুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধ জয় করলেও একটা সময়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান তবে তার ভেতরে অহংভাব থাকার ফলে মোক্ষলাভ করতে সক্ষম ছিলেন না তখন ব্রাহ্মী ও সুন্দরী তাকে উপদেশ দেন তাঁর অহংকে পরিত্যাগ করার এবং বাহুবলী অহং পরিত্যাগ করলে মোক্ষ লাভ করেন। জৈন দর্শনে নারীর মুক্তি বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে কারণ জৈন ধর্ম প্রধানত দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত শ্বেতম্বর ও দিগম্বর। দিগম্বর সম্প্রদায় ছিলেন চরমপন্থী কিন্তু শ্বেতম্বর সম্প্রদায় ছিলেন অনেক উদার।দিগম্বর সম্প্রদায় পার্থিব বস্তু থেকে শুরু করে সমস্ত প্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত। এমনকি বস্ত্র পরিধানও করতেন না কিন্তু শ্বেতম্বর শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন। আর এই 'দিগম্বর সম্প্রদায়ই মনে করেন নারীজাতির পক্ষে মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। নারীকে মোক্ষলাভ করতে হলে তাকে

পুনরায় পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়'[ix]। শ্বেতম্বর সম্প্রদায় নারীর মুক্তি স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ নারীর অবস্থান বিষয়ে জৈনদের অবস্থান বিতর্কের উর্দ্ধে নয়।

পরিশেষে বলা যায়, পাশ্চাত্যে ১৮৩৭ সালে চার্লস ফুরিয়ের মাধ্যমে 'নারীবাদ' শব্দটির প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহার শুরু হলেও, ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় নারীর অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে ভাবনা বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান। বৈদিক ও অবৈদিক উভয় চিন্তাধারাই নারীকে কেবল একটি সামাজিক সত্তা হিসেবে নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবেও বিবেচনা করেছে। অর্থাৎ ভারতীয় দর্শনে নারীর অস্তিত্ব ও ভূমিকা সামাজিক বাস্তবতার গণ্ডি অতিক্রম করে তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক স্তরেও আলোচিত হয়েছে।

বৈদিক দর্শনে নারীর অবস্থান কখনো জ্ঞানসাধনার সহচর, কখনো গার্হস্থ্য জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, আবার কখনো শক্তির প্রতীক হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে। ঋগ্বৈদিক যুগে নারী ঋষিদের উপস্থিতি, ব্রহ্মবাদিনী নারীদের উল্লেখ এবং উপনিষদীয় আলোচনায় নারী জ্ঞানসাধিকার ভূমিকা এই সত্যকেই নির্দেশ করে যে অধ্যাত্মিক মুক্তির ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদ ছিল গৌণ। অন্যদিকে অবৈদিক দর্শন—বিশেষত বৌদ্ধ ও জৈন চিন্তাধারা—নারীর মুক্তিসাধনার প্রশ্নে সমানাধিকারের ধারণাকে আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে, যদিও সামাজিক বাস্তবতায় এই আদর্শ সব সময় পূর্ণরূপে কার্যকর হয়নি।

তবে একই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, বৈদিক ও অবৈদিক উভয় চিন্তাধারার মধ্যেই নারীর অবস্থান নিয়ে একটি দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে দর্শন ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় নারীকে মুক্তিসাধনার যোগ্য সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে সামাজিক বিধি-বিধান ও আচারগত কাঠামোর মধ্যে নারীর স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব মূলত দর্শনের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমকালীন সমাজব্যবস্থার বাস্তবতার মধ্যকার ফারাককে নির্দেশ করে।

অতএব বলা যায়, ভারতীয় দর্শনকে একমাত্রিকভাবে নারীবান্ধব অথবা নারীবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা দার্শনিকভাবে অসংগত। বরং এটি একটি বিকাশমান চিন্তাধারা, যেখানে সময়, সমাজ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সঙ্গে নারীর ভূমিকা ও মর্যাদার ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের মধ্যেই ভারতীয় দর্শনের অন্তর্নিহিত মানবতাবাদী ও অধ্যাত্মিক চেতনাকে অনুধাবন করা সম্ভব।

সুতরাং কোনো ধর্ম বা দর্শনের মূল্যায়নে কেবল তার সীমাবদ্ধতা বা নঞর্থক দিকগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ না করে, তার অন্তর্নিহিত দার্শনিক সম্ভাবনা ও মানবিক মূল্যবোধকে অনুধাবন করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বৈদিক ও অবৈদিক চিন্তাধারায় নারীর অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনা আমাদের এই উপলব্ধিতেই উপনীত করে যে, ভারতীয় দর্শন নারীর মর্যাদাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেনি; বরং তা সময় ও সমাজের প্রভাবাধীন এক জটিল, বহুমাত্রিক এবং গভীর দার্শনিক বাস্তবতার প্রতিফলন।

তথ্যসূত্রঃ-

1. শর্মা,রামশরণ: প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ৬১
2. আলতেকর অনন্ত সদাশিব : সামাজিক জীবনে ভারতীয় নারীর আদর্শ ও স্থান (প্রবন্ধ) - পৃষ্ঠা ৩৬

3. 'শ্রী রামচন্দ্রের যুবরাজ হিসেবে অভিষেকের সময় আমরা মা কৌশলাকে দেখতে পায়, তিনি রামচন্দ্রের সৌভাগ্য উদয়ের জন্য নানা যাগযজ্ঞ এবং ক্রিয়া কান্ড অনুষ্ঠানের কাজে ব্যাপ্যতা আছেন'- পৃষ্ঠা ৩৬
4. মজুমদার, ডঃ রমেশচন্দ্র এবং মাধবানন্দ, স্বামী, মহীয়সী ভারতীয় নারী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২পৌষ ১৪০৭
5. দৌলাতানা, মমতাজ, ধর্ম, যুক্তি ও বিজ্ঞান, ঢাকা: জ্ঞানকোষ, ১৯৯৭, পৃ. ১০৮
6. বড়–য়া, ড. সনন্দা, বৌদ্ধ ধর্মের আলোকে নারীর অবস্থান, ঢাকা: বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন, স্মরণিকা, ১৯৯৬, পৃ. ২২
7. বৃহৎকল্প ভাষ্য, সম্পদনা: মুনি পুণ্যবিজয়, ভাবনগর, ১৯৩৩-৮, ৪র্থ খন্ড পৃঃ৪৩৪৮ ও তৎপরবর্তী
8. Vidhiprapa of Jinaprabha-Suri, Ed.Jinavijayaji,Surat,1941, p-105; Pratishtha-Saroddhara of Ashadhara, ch-3, P-56
9. মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট:: কলকাতা -৭৩, পৃঃ ১০৪

গ্রন্থপঞ্জী:-

1. A.S, Altekar: The Position of Women in Hindu Civilization, Motilal Banarsidass;12th edition (1 January 2016)
2. Dasgupta,Dr Sashibhusan: An Introduction to Tantric Buddhism, Shambhala Publication Inc; New edition (1 February 1976)
3. Jurnal of the the Indian Society of Oriental Art, Vol IX
4. Sarkar, S.C: Aspect of Early Social History of India, Palala Press(6 May 2016)
5. মনুস্মৃতি
6. মহাভারত, রাজ সংস্করণ
7. অথর্ববেদ
8. মজুমদার, ডঃ রমেশচন্দ্র এবং মাধবানন্দ স্বামী: মহীয়সী ভারতীয় নারী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২পৌষ ১৪০৭
9. ভট্টাচার্য, অমিত: জৈন দর্শন, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০১১
10. সেন,দীনেশচন্দ্র: রামায়ণী-কথা, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, পৌষ ১৩৮২
11. চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী ও ভট্টাচার্য, প্রীতা: প্রাচীন ভারতে নারী, অবভাস, মধবীদ্যাচর্চা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৯, কলকাতা ৯
12. শর্মা, রামশরণ: প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, ওরিয়ছন্ট ব্লাকসোয়ান, কলকাতা, ২০১১
13. মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার: ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট:: কলকাতা -৭৩